Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ সুলতানা রাফিয়া

রোলঃ 23090120223

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শেখ সুলতানা রাফিয়া

রোলঃ 23090120223

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শেখ সুলতানা রাফিয়া, আইডিঃ 23090120223 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

শেখ সুলতানা রাফিয়া

আইডিঃ 23090120223

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতার মর্যাদা 6
হাদিসের আলোকে পিতা মাতার মর্যাদা 9
মুশরিক পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব 12
পিতামাতার জন্য দোয়া করা 13
"উফ" পর্যন্ত না বলা 21
পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চাইতে উত্তম 23
মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক 24
পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি 26
সাহাবিদের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত 27
দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিণতি 29
বার্ধক্যে বিশেষ যত্ন 32
সমকালীন প্রেক্ষাপট 36
উপসংহার 37

ভূমিকা

মানবজীবনের সূচনালগ্ন থেকেই পিতা-মাতা মানুষের সবচেয়ে নিকটতম ও প্রিয়জন। সন্তানের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে পিতা-মাতার অবদান অপরিসীম। ইসলাম এমন একটি ধর্ম যা মানুষের প্রতিটি সম্পর্ককে ভারসাম্যের সঙ্গে মূল্যায়ন করে। বিশেষত পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহুবার পিতা-মাতার অধিকারের কথা উল্লেখ করেছেন, এমনকি তাঁর একত্ববাদ স্বীকারের পরই এই নির্দেশ দিয়েছেন।আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেরা সৃষ্টি হিসেবে এবং তাকে দিয়েছেন জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক-বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধ। মানুষের জীবনের প্রতিটি সম্পর্কেই রয়েছে পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্য। এর মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হলো পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্ক। এই সম্পর্কটি শুধু জৈবিক নয়, বরং এটি মানবীয়, নৈতিক ও ধর্মীয় এক অনন্য বন্ধন। ইসলাম এই সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেছে এবং সন্তানের ওপর পিতা-মাতার প্রতি অসংখ্য দায়িত্ব অর্পণ করেছে।

পিতা-মাতা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক, প্রথম অভিভাবক এবং আল্লাহর পর সর্বাধিক অনুগ্রহশীল দুজন মানুষ। মা সন্তানের জন্মের জন্য যে কষ্ট সহ্য করেন, তা কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। বাবা পরিবারের জন্য যে পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেন, তাও অপরিসীম। তাই ইসলাম এই দুই মহামানবের প্রতি সন্তানের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও সেবাকে ফরজ করেছে।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

"তুমি আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।"

(সূরা আল-ইসরা: ২৩)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর একত্ববাদ ঘোষণার পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাদের মর্যাদার গভীরতা প্রকাশ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও পিতা-মাতার অধিকারের বিষয়ে বহুবার গুরুত্বারোপ করেছেন। এক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কার প্রতি আমি সর্বাধিক

সদ্ব্যবহার করব?" নবী ﷺ উত্তরে তিনবার বললেন, "তোমার মা।" তারপর বললেন, "তারপর তোমার বাবা।"
(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
এই হাদীসের মাধ্যমে বোঝা যায়, মায়ের মর্যাদা বাবার চেয়ে তিনগুণ বেশি; কারণ মায়ের ত্যাগ, কষ্ট ও স্নেহ অতুলনীয়।নবী ﷺ বলেছেন,
"তিন ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাকাবেন না: অবাধ্য সন্তান, মাতাপিতা কর্তৃক বর্জিত নারী এবং যে ব্যক্তি মদ পান করে।"
(সহীহ হাদীস, তিরমিজি)
অতএব, ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতার সেবা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি এক মহান ইবাদত। তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা বা কষ্ট দেওয়া বড় গুনাহ, আর তাদের সন্তুষ্টি অর্জন করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ।
এই থিসিসে আমরা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করব। মূলত কুরআন ও হাদীসের আলোকে, এবং প্রখ্যাত ইসলামি গবেষক ও আলেমদের ব্যাখ্যা অনুসারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে পিতামাতার মর্যাদা

ইসলামে পিতামাতার মর্যাদা অত্যন্ত উঁচু। আল্লাহ তা'আলার পরেই তাঁদের স্থান দেওয়া হয়েছে এবং তাঁদের প্রতি সদাচরণ করাকে নিজের ইবাদতের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি জড়িত—এই বিষয়টি তাঁদের মর্যাদা বোঝার জন্য যথেষ্ট। তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ভালোবাসা, তাঁদের প্রয়োজন মেটানো এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য।

মর্যাদার কারণ:

#আল্লাহর নির্দেশের পরেই: আল্লাহ তা'আলা তাঁর ইবাদতের পরেই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন (সুরা বনি ইসরাইল: ২৩)।

#আল্লাহর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি: পিতামাতার সন্তুষ্টিতে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে, তেমনি তাঁদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহর অসন্তুষ্টিও রয়েছে (হাদিস)।

#জীবনের উৎস: পিতামাতার কারণেই সন্তানের জন্ম হয়, তাই তাঁরা সন্তানের জন্য জীবনের সবচেয়ে বড় নেয়ামত।

#ত্যাগ ও ভালোবাসা: সন্তানকে বড় করার জন্য তাঁরা নিজেদের আরাম ও সুখ ত্যাগ করেন এবং অসীম ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে লালনপালন করেন।

#জান্নাত ও জাহান্নাম: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, পিতামাতা হলেন সন্তানের জান্নাত বা জাহান্নাম। তাঁদের সেবা-যত্ন ও ভালো আচরণের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করা যায়।

আল্লাহ সুবহানাল্লাহ তায়ালা বলেন,

"আর আমরা মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করে, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। ফিরে আসা তো আমারই কাছে।"[সূরা লোকমান] আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যে প্রশ্নাকারে বলেন:

"আমার কাছে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বললেন: তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল: তারপর কে? তিনি বললেন: তারপর তোমার পিতা।"[3] নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলে:

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়া, কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেওয়া এবং কারও প্রাপ্য আটক করে অন্যায়ভাবে কোন কিছু নেওয়াকে; আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দনীয় করেছেন: অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা ও সম্পদ বিনষ্ট করাকে।"

পবিত্র কোরআন ও হাদিসের অনেক জায়গায় পিতামাতার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন : পিতামাতাকে কষ্ট না দেওয়া, বৃদ্ধ বয়সে তাদের দেখাশোনা করা, এমন ব্যবহার করা, যাতে পিতামাতা 'উফ' শব্দটিও না করে, সর্বোপরি তাদের জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করা ইত্যাদি।

একটি সন্তানকে সমাজের মধ্যে যোগ্য ও প্রতিষ্ঠিত করতে পিতামাতাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। এরই মধ্যে যেসব পিতামাতা অনেক কষ্ট সহ্য করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছেন, তাদের পক্ষে তাদের সন্তানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সহজ হলেও যেসব পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র, দিন আনে দিন খায়, সেসব পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে অনেক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। তারপরও তারা তাদের সন্তানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সর্বদা তৎপর থাকে। প্রয়োজনে তারা অনেক রাত না খেয়ে কাটালেও তারা তাদের সন্তানদের এটা বুঝতে দেয় না। পিতামাতা নিজের রক্ত বিক্রি করে বা নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে হলেও তাদের সন্তানদের আগলে রাখে। তারা শুধু সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ও তাদের লেখাপড়ার খরচ জোগানোর জন্য এবং তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, অন্যের বাড়িতে কামলা দিতে, ঠেলাগাড়ি, রিকশা-ভ্যান চালানোসহ নানা ধরনের শত কষ্টের কাজ করতেও দ্বিধা করে না। দিনের আলোর মতো সত্য যে, পিতা-মাতার ঋণ কোনো সন্তানই কোনো দিন শোধ করতে পারবে না। এটাই বাস্তব।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজে সন্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পিতামাতার এত কষ্ট, এত আত্মত্যাগের কথা আর মনে রাখে না। শিক্ষিত অথবা প্রতিষ্ঠিত সন্তানরা বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার দায়িত্ব নিতে চায় না। তারা তাদের বোঝা মনে করে। তারা পিতামাতার অসুস্থতা ও তাদের কাছে পিতামাতার চাহিদাগুলোর বহিঃপ্রকাশকে বিরক্তির কারণ মনে করে। একটা সময় দেখা যায়, তারা পিতামাতার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করে এবং তাদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেয়, যা নৈতিকতা বিবর্জিত ও মানবতাহীন কর্মকাণ্ডেরই একটি অংশ। এটা কখনোই কোনো সভ্য সমাজে চলতে পারে না। মাঝেমধ্যে বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় আরও মারাত্মক সংবাদ পাওয়া যায় যে, সন্তান তাদের

পিতাকে অথবা মাতাকে প্রহার করেছে এবং তাদের বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে। এসব কর্মকাণ্ড ইসলামে পুরোপুরি নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদি কোনো ঈমানদার মুসলমানের ওপর তার পিতামাতা সন্তুষ্ট না থাকে, তাহলে আল্লাহতায়ালাও তার ওপর সন্তুষ্ট হন না।

হাদিসের আলোকে পিতা মাতার মর্যাদা

হাদিস অনুযায়ী, পিতামাতার মর্যাদা অনেক বেশি এবং তাদের প্রতি সদাচরণ করা সন্তানের উপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। বাবা-মায়ের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত রয়েছে, যা তাদের উচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করে।পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কে হাদিসে বহু জায়গায় বর্ণনা এসেছে। হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসুল (সা.)-এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, ‘হে আল্লাহর রাসুল! কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার বেশি হকদার?’ তিনি বললেন ‘তোমার মা’; সে বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’; সে আবারও বলল, ‘তারপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার মা’। সে পুনরায় বলল, ‘এরপর কে?’ তিনি বললেন, ‘তোমার পিতা’। (বুখারি ও মুসলিম)। প্রিয় নবী (সা.) আরও এরশাদ করেন, ‘জান্নাত মায়ের পদতলে’।

(মুসলিম)মাতা-পিতার খেদমত না করার কারণে যারা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলো, রাসুল (সা.) তাদের অভিসম্পাত দিয়েছেন।হাদিস শরিফে এসেছে—একদা জুমার দিনে রাসুল (সা.) মিম্বারের প্রথম ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! অতঃপর দ্বিতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! তার পর তৃতীয় ধাপে পা রাখলেন এবং বললেন, আমিন! এরপর খুতবা দিলেন ও নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে সাহাবিরা প্রশ্ন করলেন, ‘ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আজ যা দেখলাম তা এর আগে কখনো দেখিনি (আপনি একেক ধাপে পা রেখে আমিন, আমিন, আমিন, বললেন); এটা কি কোনো নতুন নিয়ম নাকি?’নবী করিম (সা.) বললেন: না, এটা নতুন কোনো নিয়ম নয়; বরং আমি মিম্বরে ওঠার সময় হজরত

জিবরাইল (আ.) এলেন, আমি যখন মিম্বরের প্রথম ধাপে পা রাখি, তখন হজরত জিবরাইল (আ.) বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বার্ধক্য অবস্থায় পেয়েও তাঁদের খেদমতের মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি রাসুল (সা.) সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! (তা-ই হোক)। আমি যখন মিম্বরের দ্বিতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা রমজান পেল কিন্তু ইবাদতের মাধ্যমে তাদের গুনাহ মাফ করাতে পারল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! আমি যখন মিম্বরের তৃতীয় ধাপে পা রাখি, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যারা আপনার পবিত্র নাম মোবারক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনল, কিন্তু দরুদ (নবীজির প্রতি শুভকামনা) শরিফ পাঠ করল না, তারা ধ্বংস হোক।' তখন আমি সম্মতি জানিয়ে বললাম, আমিন! নবজাতক হজরত ঈসা (আ.)-এর মুখে মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ তাআলা ভাষা ফুটিয়ে দিলেন; তখন তিনি বলেছিলেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহর বান্দা, আমাকে কিতাব (আসমানি গ্রন্থ ইঞ্জিল) দেওয়া হয়েছে এবং তিনি (আল্লাহ) আমাকে নবী করেছেন। আর আমাকে বরকতময় করা হয়েছে আমি যেখানেই থাকব; আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সালাত ও জাকাত বিষয়ে, যত দিন আমি জীবিত থাকব।' হজরত ঈসা (আ.) আরও বলেন, 'আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করি (অনুগত ও বাধ্য থাকি); আমাকে করা হয়নি উদ্ধত অবাধ্য ও দুর্ভাগা হতভাগ্য।' (সুরা মারিয়াম, আয়াত: ৩০-৩২)।

রাসুল (সা.)-এর বিখ্যাত এক আশেকে রাসুলের ঘটনা আমরা জানি। যিনি প্রিয় নবীজি (সা.)-কে দেখেননি। সেই আশেকে রাসুলের নাম হজরত ওয়াইস আল করনি (রা.)। প্রিয় নবীজি (সা.)-এর জমানায় থেকেও তিনি সাহাবি হতে পারেননি মায়ের সেবা করার কারণে। তবে এতে করে তাঁর মর্যাদা কমেনি; বরং তিনি সম্মানিত হয়েছেন। একবার ওয়াইস করনি (রা.) প্রিয় নবীজির কাছে এই মর্মে খবর পাঠালেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আপনার সঙ্গে আমার দেখা করতে মন চায়; কিন্তু আমার মা অসুস্থ। এখন আমি কী করতে পারি?' নবীজি (সা.) উত্তর পাঠালেন, 'আমার কাছে আসতে হবে না। আমার সাক্ষাতের চেয়ে তোমার মায়ের খেদমত

করা বেশি জরুরি ও বেশি ফজিলতের কাজ।' শুধু তা-ই নয়, নবীজি (সা.) তাঁর গায়ের একটি জুব্বা তার জন্য রেখে যান এবং বলেন, 'মায়ের খেদমতের কারণে সে আমার কাছে আসতে পারেনি; আমার ইন্তেকালের পর আমার এ জুব্বাটি তাকে উপহার দেবে।' নবীজি (সা.) জুব্বাটি রেখে যান হজরত ওমর (রা.)-এর কাছে এবং তিনি বলেন, 'হে ওমর! ওয়াইস আল করনির কাছ থেকে তুমি দোয়া নিয়ো।'
মা-বাবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ। এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও অনেক নসিহত করেছেন। তবে মা-বাবার মর্যাদা কতবেশি তা বুঝতে একটি হাদিসই যথেষ্ট।
হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, "জন্মদাতার (মা-বাবার) সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর জন্মদাতার (মা-বাবার) অসন্তুষ্টিতে অল্লাহর অসন্তষ্টি।" (তিরমিজি)
হাদিসটি ছোট হলেও এর মর্মার্থ অনেক ব্যাপক। সারা দুনিয়ায় জয়জয়কার থাকলেও বাবা-মা যদি অসন্তুষ্ট থাকেন তবে সব জয়জয়কারই ব্যর্থ। কেননা মা-বাবার সন্তুষ্টিতেই রয়েছে প্রকৃত জয়।
সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, মা-বাবার সন্তুষ্টির জন্য মন খুলে তাদের খেদমত করা। তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা। তাদের পাশে থেকে সাহস যোগানো। তাদের সার্বিকভাবে আনন্দ দেওয়া। কোনোভাবেই তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে

যারা মা-বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, তারাও একদিন মা-বাবার আসনে বসবে। তখন তাদের সঙ্গে তাদের সন্তানরাও ভালো আচরণ করবে না। সুতরাং কোনোভাবেই মা-বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা যাবে না।
আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে কোরআন-সুন্নাহর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী মা-বাবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার তাওফিক দান করুন। কোরআন-সুন্নাহর ঘোষণা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

মুশরিক পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব

আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে পিতা-মাতার প্রতি সৎ ব্যবহার, সম্মান, আদব, মমতা ও আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে প্রশ্ন আসে—যদি পিতা-মাতা মুশরিক হন, তবুও কি তাদের প্রতি সদাচরণ করতে হবে? ইসলামের উত্তর স্পষ্ট এবং প্রমাণসমৃদ্ধ।

ইসলাম শুধু মুসলিম পিতামাতাই নয়, বরং মুশরিক বা অমুসলিম পিতামাতার প্রতিও সদাচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনে মুশরিক পিতামাতার ব্যাপারে একটি অত্যন্ত স্পষ্ট উদাহরণ উল্লেখ আছে।

আল্লাহ বলেন:

وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون [٣١:١٥]

"যদি তারা (পিতামাতা) তোমাকে আমার সাথে এমন কাউকে শরিক করতে বাধ্য করে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই—তুমি তাদের অনুসরণ করো না; কিন্তু দুনিয়াবি কাজে তাদের সাথে উত্তমভাবে আচরণ করো।"

— সূরা লুকমান: ১৫

এই আয়াত স্পষ্টতই দেখায়—যদিও পিতামাতা মুশরিক হয় এবং সন্তানকে শিরকে বাধ্য করতে চায়, তবুও তাদের সাথে দুনিয়াবি জীবনে উত্তম আচরণ করতে হবে। এটাই ইসলামি নৈতিকতার সৌন্দর্য।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আপন চাচা আবু তালেবকে জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত দাওয়াত দিয়ে গেছেন। কিন্তু কখনোই তার সাথে রূঢ় আচরণ করেননি। তার হকও নষ্ট করেননি।

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُون[٢٩:٨]

আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি। যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করার জোর প্রচেষ্টা চালায়, যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তাদের আনুগত্য করো না। আমারই দিকে

তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে বলে দেব যা কিছু তোমরা করতে। [সূরা আনকাবুত-৮]

মুসআব ইবনু সা'দ (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণিত যে, তাঁর সম্পর্কে কুরআনের কিছু আয়াত অবতীর্ণ হলো। তিনি বলেন, তাঁর মা শপথ করে ফেলেছে যে, যতক্ষন তিনি ইসলামকে অস্বীকার না করবেন ততক্ষন তার সাথে কথা বলবে না খাবেও না, পানও করবে না। সে বললো, আল্লাহ তায়ালা তোকে আদেশ করেছেন, পিতামাতার কথা মানতে। আর আমি তোর মা। আমি তোকে এ আদেশ করছি। মা তিন দিন পর্যন্ত কিছু খেলেন না। কষ্টে সে বেহুশ হয়ে গেলে উমারাহ নামক তার এক ছেলে তাকে পানি পান করালো। মা সা'দর উপর বদদু'আ করতে লাগলো। তখন আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে এ আয়াত অবতীর্ণ করলেনঃ আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে ওরা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে যার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মেনো না।" (২৯ঃ ৮) আর পৃথিবীতে তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে।" (৩১ঃ ১৫) [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৭৪৮]

আসমা বিনতে আবূ বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আমার আম্মা মুশরিক অবস্থায় আমার নিকট এলেন। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট ফাতওয়া চেয়ে বললাম, তিনি আমার প্রতি খুবই আকৃষ্ট, এমতাবস্থায় আমি কি তার সঙ্গে সদাচরণ করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে সদাচরণ কর। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-২৬২০]

পিতামাতার জন্য দোয়া করা

পিতামাতার জন্য দোয়া করা ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়, যা জীবিত ও মৃত উভয় পিতামাতার জন্য করা উচিত। এর মধ্যে কোরআনে বর্ণিত দোয়াগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যেমন – 'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা' (হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে

তারা আমাকে লালনপালন করেছেন)। এছাড়াও, পিতামাতার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘ জীবন, সমৃদ্ধি ও ক্ষমা প্রার্থনার জন্য দোয়া করা যেতে পারে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা মা-বাবার সঙ্গে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে,

وَ قَضٰی رَبُّکَ اَلَّا تَعۡبُدُوۡۤا اِلَّاۤ اِیَّاهُ وَ بِالۡوَالِدَیۡنِ اِحۡسَانًا ؕ اِمَّا یَبۡلُغَنَّ عِنۡدَکَ الۡکِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوۡ کِلٰهُمَا فَلَا تَقُلۡ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّ لَا تَنۡهَرۡهُمَا وَ قُلۡ لَّهُمَا قَوۡلًا کَرِیۡمًا

'তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না এবং মা-বাবার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে; তাদের এক জন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে (বিরক্তিসূচক শব্দ) 'উঃ/উহ্/উফ' বলো না এবং তাদেরকে ভৎর্সনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা।' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ২৩)

মা-বাবার সিদ্ধান্তের অবাধ্যতা করা কোনো সন্তানের জন্য কাম্য নয়। কারণ, এতে শুধু মা-বাবা নয়, মহান রবও অসন্তুষ্ট হন। এক হাদিসে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, জন্মদাতার (মা-বাবার) সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আর জন্মদাতার (মা-বাবার) অসন্তুষ্টিতে অল্লাহর অসন্তষ্টি।' (তিরমিজি)

আরেক হাদিসে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল কি? তিনি বলেন, ওয়াক্তমত নামায পড়া। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, পিতা-মাতার সাথে সদাচার। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। (বুখারী, মুসলিম, দারেমী, তিরমিজি, নাসাঈ)।

তাই সন্তানের উচিত মা-বাবার অনুগত হওয়া এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে চলার চেষ্টা করা। সন্তানের উচিত মা-বাবার জন্য দোয়া করা। কারণ, দোয়ার থেকে উত্তম কোনো হাদিয়া বা কল্যাণ কামনা হতে পারে না।

এখানে মা-বাবার জন্য কোরআনে বর্ণিত কিছু দোয়া তুলে ধরা হলো—

মা-বাবার জন্য অনুগ্রহ কামনা:

رَبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤ ﴾ [الاسراء: ٢٤]

উচ্চারণ : রাব্বির হামহুমা, কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো; যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।’ (সূরা বনি ইসরাইল : ২৪)

ক্ষমা প্রার্থনা:

আল্লাহ তায়ালা বাবা-মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দোয়াও শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি পবিত্র কোরআনে বলেন-

رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ ٤١﴾ [ابراهيم[٤١ :

উচ্চারণ : রাব্বানাগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়ালিল মু’মিনিনা ইয়াওমা ইয়াক্কুমুল হিসাব।

অর্থ : ‘হে আমাদের প্রতিপালক! রোজ কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন।’ (সূরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪১)

মৃত মা-বাবার জন্য দোয়া:

উপরেল্লিখিত দোয়া দুইটি ছাড়াও আরও একটা বিশেষ দোয়া রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের শিখিয়েছেন, যেন মৃত বাবা-মায়ের জন্য বিশেষভাবে তারা এই দোয়া করে-

رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا ٢٨ ﴾ [نوح٢٨ :

উচ্চারণ : রাব্বিগ ফিরলি ওয়ালি ওয়ালিদাইয়া, ওয়া লিমান দাখালা বাইতিয়া মু’মিনা; ওয়ালিল মু’মিনিনা ওয়াল মু’মিনাত। ওয়ালা তাজিদিজ জা-লিমিনা ইল্লা তাবারা।

অর্থ : ‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষদের ক্ষমা করুন এবং আপনি জালিমদের ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেবেন না।’ (সূরা নুহ, আয়াত : ২৮)

পিতামাতার জন্য করণীয় কিছু আমল

দুনিয়ার জীবনে সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ বাবা-মা। যার বাবা-মা বেঁচে নেই দুনিয়তে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি অসহায়। বাবা-মার অভাব কখনো ধন-সম্পদ দিয়ে হয় না। বাবা-মার অভাব পূরণে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনাও চলে না। সে কারণেই বাবা-মার জীবিত থাকুক আর না থাকুক তাদের জন্য সব সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করার বিকল্প নেই। আবার মৃত বাবা-মার জন্য কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত অনেক করণীয় রয়েছে।

দুনিয়ার সবচেয়ে মধুময় শব্দ 'বাবা ও মা'। শব্দ দুইটির কোনো পরিমাপ বা তুলনা হয় না। কেননা প্রতিটি বাবা-মা সন্তানের জন্য যে অকৃত্রিম ভালো ও শ্রম দেন তা পরিমাপ করার কোনো উপায় নেই। সে কারণে বাবা-মার জন্য সন্তানের রয়েছে বেশ কিছু করণীয়। তাহলো-

১. বাবা-মার জন্য দান-সাদকাহ করা: বাবা-মা বেঁচে থাকতে সন্তানের যত্ন নিতে গিয়ে কিংবা কোনো কারণে দান-সাদকাহ করে যেতে পারেননি অথবা বেঁচে থাকলে হয়তো আরও বেশি দান-সদকাহ করতেন। সে জন্য বাবা-মার পক্ষ থেকে সন্তানের উচিত বেশি বেশি দান করা। হাদিসে এসেছে-হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! হঠাৎ করে আমার মা মারা গেছেন এবং কোনো ওয়াসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয়- তিনি যদি কথা বলতে পারতেন তাহলে ওয়াসিত করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে সাদকাহ করি তাহলে কি তিনি এর সাওয়াব পাবেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'।' (মুসলিম)

সুতরাং বাবা-মার জন্য সাদকায়ে জারিয়া করাই উত্তম। তা হতে পারে- পানির কুপ খনন করা, (নলকুপ বসানো), দ্বীনী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, কুরআন শিক্ষার জন্য মক্তব ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করা, স্থায়ী জনকল্যাণমূলক কাজ করা ইত্যাদি কাজ করা।

২. মা-বাবার জন্য রোজা রাখা: মা-বাবা জীবিত নেই। যদি তাদের কোনো মানতের বা কাজা রোজা থাকে তবে তাদের পক্ষ থেকে এ রোজা পালন করার নির্দেশ

রয়েছে হাদিসে। এতে তাদের মানতের ও কাজা রোজা আদায় হয়ে যাবে। এছাড়াও সন্তানরা তাদের উদ্দেশ্যে যে কোনো দিনে রোজা রাখতে পারেন। হাদিসে এসেছে-হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'রোজার কাজা (যিম্মায়) রেখে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তবে তার অভিভাবক (রেখে যাওয়া সন্তান বা আপনজন) তার পক্ষ থেকে সওম বা রোজা আদায় করবে।' (বুখারি)

তবে অনেক ইসলামিক স্কলার বাবা-মার জন্য সন্তানের রোজা রাখার বিষয়ে শুধু ফরজ ও ওয়াজিব রোজা রাখার বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন। নফল রোজা রাখার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন।

৩. বাবা-মার জন্য হজ ও ওমরাহ করা: মা-বাবার পক্ষ থেকে হজ ও ওমরাহ করা। বাবা-মার উদ্দেশ্যে হজ ও ওমরাহ করলে তা আদায় হয়ে যাবে। হাদিসে এসেছে-হজরত ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, জুহাইনা গোত্রের এক নারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, আমার মা হজের মান্নত করেছিলেন; তবে তিনি হজ করার আগেই ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করতে পারি?রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তার পক্ষ থেকে তুমি হজ আদায় কর। তুমি এ ব্যাপারে কি মনে কর যে, 'যদি তোমার মার উপর কোনো ঋণ থাকত, তাহলে কি তুমি তা আদায় করতে না?সুতরাং আল্লাহর হক (হজের মান্নত) আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হকই সবচেয়ে বেশি আদায়যোগ্য।' (বুখারি)
তবে বাবা-মার পক্ষ থেকে হজ আদায় করার আগে নিজের হজ বা ওমরাহ আদায় করতে হবে। নিজের হজ-ওমরাহ আদায়ের পর বাবা-মার পক্ষ থেকে হজ ও ওমরাহ আদায় করবে।

৪. মা-বাবার জন্য কুরবানি: মৃত বাবা-মার জন্য সাওয়াবের উদ্দেশ্যে বাবা-মার পক্ষ থেকে সন্তনরা কুরবানি করতে পারবে। তাতে তারা সাওয়াবের অধিকারী হবে। হাদিসে এসেছে-হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানি করার জন্য দুই শিং বিশিষ্ট দুম্বা আনতে আদেশ দেন। যেটি কালোর মধ্যে চলাফেরা করতো (সেটির পায়ের গোড়া কালো ছিল)। কালোর মধ্যে শুইতো (পেটের নিম্নাংশ কালো ছিল)। আর কালোর মধ্য দিয়ে দেখতো (চোখের চারদিকে কালো ছিল)। সেটি আনা হলে তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, 'ছুরিটি নিয়ে এসো। তারপর বললেন, ওটা পাথরে ধার দাও। আমি (হজরত আয়েশা) ধার দিলাম। পরে তিনি সেটি নিলেন এবং দুম্বাটি ধরে শোয়ালেন। অতঃপর সেটা জবেহ করলেন এবং বললেন- بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد অর্থ : আল্লাহর নামে (জবাই করছি)। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ, মুহাম্মাদ পরিবার ও তার উম্মাতের পক্ষ থেকে এটা কবুল করে নাও। এরপর এটা কুরবানি করেন।' (মুসলিম)

৫. বাবা-মার ওসিয়ত পূরণ করা: বাবা-মা যদি ইসলামি শরিয়ত সম্মত কোনো ওসিয়ত করে যান তবে তা পূরণ করা সন্তানের ওপর আবশ্যক। হাদিসে এসেছে- হজরত শারিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, তাঁর মা তাঁকে তাঁর (মায়ের) পক্ষ থেকে একজন মুমিন দাসী আজাদ করার জন্য ওসীয়ত করে যান। তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা (তাঁর মৃত্যুর সময়) তাঁর পক্ষে একজন মুমিন দাসী আজাদ করার জন্য ওসিয়ত করে গেছেন। এখন আমার কাছে হাবশের 'নূবিয়্যা' অঞ্চলের একজন দাসী আছে। এরপর আগের হাদিসে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে, তাহলো-'তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁকে আমার কাছে নিয়ে আস। রাবি বলেন, তখন আমি তাকে নিয়ে আস। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন- আল্লাহ কোথায়? সে বলে, আসমানে। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করেন- আমি কে? সে বলে, আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাকে আজাদ করে দাও। সে মুমিন।' (আবু দাউদ)

৬. বাবা-মার বন্ধু-বান্ধবীদের সম্মান করা: বাবা-মার বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, উত্তম আচরণ করা, সম্মান করা এবং তাদেরকে দেখতে যাওয়া ও

তাদের জন্য হাদিয়া (উপহার) নেওয়া। হাদিসে এসেছে-হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মক্কার এক রাস্তায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে এক বেদুঈনের দেখা হলো। আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার পিঠে আরোহণ করতেন, সে গাধটি তাকে আরোহণের জন্য দিয়ে দিলেন। তিনি তার মাথার পাগড়ীটিও তাকে দান করলেন।তখন (উপস্থিত) আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাকে বললেন যে, আমরা তাকে বললাম-'আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন। বেদুঈনরা তো অল্পেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। (এতো দেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল?)তখন হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এ ব্যক্তির (বেদুইনের) বাবা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বন্ধু ছিলেন।আর আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, 'কোনো ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকির কাজ হচ্ছে তার বাবার বন্ধুর সঙ্গে সহমর্মিতার সম্পর্ক বজায় রাখা।'(মুসলিম)

৭. বাবা-মার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা: বাবা-মার আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা সন্তানের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে বিশ্বনবি বলেছেন- مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ،فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَه 'যে ব্যক্তি তার বাবার সঙ্গে কবরে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে ভালোবাসে, সে যেন বাবার মৃত্যুর পর তার ভাইদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে।' (ইবন হিববান)

৮. বাবা-মার ঋণ পরিশোধ করা: দুনিয়াতে বেঁচে থাকাকালীন সময়ে বাবা-মা কোনো ঋণ করার পর তা পরিশোধ করার আগে মারা গেলে সন্তানের জন্য আবশ্যক বাবা-মার ঋণ পরিশোধ করা। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঋণ পরিশোধ করার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। হাদিসে এসেছে- হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়।' (ইবনে মাজাহ)

৯. বাবা-মার কাফফারা আদায় করা: শপথ, ভুলকৃত হত্যাসহ যে কোনো কারণে যদি বাবা-মার কাফফারা বাকি থাকে তবে তা আদায় করা সন্তানের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদিসে এসেছে-হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গভীর রাত পর্যন্ত দেরি করে (ইশার নামাজ পড়ে)। এরপর তার পরিবারের কাছে গিয়ে দেখে যে, বাচ্চারা ঘুমিয়ে পড়েছে। তার স্ত্রী তার খাবার নিয়ে এলে সে সন্তানদের কারণে কসম করলো যে, সে খাবে না। পরে তার ভাবান্তর ঘটলো এবং সে খেয়ে নিল। তারপর সে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসে ও তাঁকে এ ঘটনা বলে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে কসম করে, পরে তার বিপরীতটিকে তা থেকে উত্তম মনে করে, সে যেন তা করে ফেলে এবং নিজের কসমের কাফফারা দেয়।' (মুসলিম)
কাফফারার এ বিধান জীবিত-মৃত সবার জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। যদি কোনো বাবা-মার এ রকম কোনো কাফফারা বাকি থাকে তবে সন্তানের ওপর তা আদায় করা আবশ্যক।

১০. বাবা-মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা: মা-বাবার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করা গুরুত্বপূর্ণ আমল। সন্তান মা-বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। হাদিসে এসেছে-হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, মৃত্যুর পর কোনো বান্দাহর মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তখন সে বলে- হে আমার রব! আমি তো এতো মর্যাদার আমল করিনি, কীভাবে এ আমল এলো? তখন বলা হবে- তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করায় এ মর্যাদা তুমি পেয়েছ।' (আদাবুল মুফরাদ)

১১. বাবা-মার কবর জিয়ারত করা: বাবা-মার কবর জিয়ারত করা সন্তানের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এর মাধ্যমে সন্তান এবং মা-বাবা উভয়ই উপকৃত হয়। হাদিসে এসেছে-হজরত সুলাইমান ইবনে বুরাইদা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার বাবার সূত্রে বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমি তোমাদের কবর জিয়ারাত করতে নিষেধ করেছিলাম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে তার মায়ের কবর জিয়ারত করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কবর জিয়ারত কর। কেননা, তা পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' (তিরমিজি)

তবে কবর জিয়ারতে কোনো দিনকে নির্দিষ্ট না করা উত্তম। কবর জিয়ারত করার সময় এ দোয়া পড়া- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ উচ্চারণ :' আস-সালামু আলাইকুম আহলাদদিয়ারি মিনাল মুমিনিনা ওয়াল মুসলিমনি ওয়া ইন্না ইনশাআল্লাহু লা লাহিকুনা আসআলুল্লাহু লানা ওয়া লাকুমুল আফিয়াতি।'অর্থ : 'হে ক্ববরবাসী ঈমানদার মুসলিমগণ! তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহর ইচ্ছায় আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমি আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার আবেদন জানাচ্ছি।' (মুসলিম)

১২. কোনো গোনাহের কাজ করে গেলে তা বন্ধ করা: বাবা-মা বেঁচে থাকতে কোনো গোনাহের কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে বা চালু করে গেলে তা বন্ধ করা আবশ্যক। হাদিসে এসেছে-হজরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে লোক সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না। আর যে লোক বিভ্রান্তির দিকে ডাকে তার উপর সে রাস্তার অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপরাশি সামান্য হালকা হবে না।' (মুসলিম)

অল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে জীবিত-মৃত বাবা-মার জন্য বেশি বেশি দোয়া করা। বাবা-মার মৃত্যুর পর হাদিসে নির্দেশিত করণীয়গুলো যথাযথভাবে পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

"উফ" পর্যন্ত না বলা

পিতামাতাকে 'উফ' বলা যাবে না, কারণ এটি তাদের প্রতি অসম্মানজনক আচরণ, যা কোরআন ও হাদিসে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইসলামে পিতামাতার প্রতি বিনয়ী

আচরণ, সম্মানজনক কথা বলা এবং তাদের সেবা করার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, তারা যখন বার্ধক্যে পৌঁছান, তখন তাদের প্রতি আরও বেশি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সাথে আচরণ করা উচিত।

পিতামাতার প্রতি 'উফ' বলা কেন নিষেধ:

কোরআনের নির্দেশ: সূরা বনী ইসরাইলের ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, "পিতামাতা বার্ধক্যে পৌঁছালে তাদের প্রতি 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনকভাবে কথা বলো"।

হাদিসের নির্দেশনা: প্রিয়নবী (সা.) পিতামাতার অবাধ্য সন্তান জান্নাতে যেতে পারবে না বলে উল্লেখ করেছেন, যা থেকে বোঝা যায় যে তাদের প্রতি অসদাচরণ করা উচিত নয়।

বিরক্তি প্রকাশ: 'উফ' শব্দটি বিরক্তি প্রকাশ করে এবং এটি পিতামাতার প্রতি চরম অসম্মানজনক বলে বিবেচিত হয়, যা আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

সদাচরণের বাধ্যবাধকতা: পিতামাতার প্রতি সদাচরণ করা শুধু একটি মানবিক দায়িত্বই নয়, বরং এটি একটি ঐশী দায়িত্ব এবং আল্লাহর নির্দেশ। তাদের সেবা করার সময়ও বিরক্তি প্রকাশ করা যাবে না।

আল্লাহ তাআলা মা-বাবার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাকে নিজের ইবাদতের সঙ্গে একত্র করে ফরজ করেছেন। মহান আল্লাহর ইবাদত করা যেমন প্রতিটি মানুষের জন্য ফরজ, তেমনি মা-বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করাও ফরজ। মহান আল্লাহ সন্তানকে তার মা-বাবার কাছে এতটা ঋণী করেছেন যে পৃথিবীর সব কিছু দিয়ে হলেও কোনো সন্তানই তার মা-বাবার ঋণ শোধ করতে পারবে না। এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, তাদের শুকরিয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি মানুষকে তার মা-বাবার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেন, আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। কাজেই আমার প্রতি ও তোমার মা-বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

পিতা-মাতার সেবা জিহাদে গমনের চাইতে উত্তম

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে এসে বলল, আমি আপনার নিকটে হিজরত ও জিহাদের উপরে বায়‘আত করতে চাই। যার দ্বারা আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার পিতা-মাতার কেউ জীবিত আছেন কি? লোকটি বলল, হ্যাঁ। বরং দু’জনেই বেঁচে আছেন। আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন,فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ‘তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই জিহাদ কর’ (মুসলিম হা/২৫৪৯ (৫-৬)। তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ ‘তুমি তাদেরকে হাসাও, যেমন তুমি তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়‘আত নিতে অস্বীকার করলেন’। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানগণের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য ‘ফরযে ‘আয়েন’। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য ‘ফরযে কিফায়াহ’। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহর নিকট কোন আমল সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, ওয়াক্ত মোতাবেক ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সেবা করা। বললাম, তারপর কি? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা’। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান জিহাদে গমন করার উপরে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলি ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ’ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি

তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলো না'।

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না। পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'। ২য় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে পেল। অতঃপর সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করলো না। ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'। অতঃপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার কথা বর্ণনা করা হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করলো না। অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করলো। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন'।

মায়ের সেবার গুরুত্ব সর্বাধিক

ইসলাম মানুষের প্রতি সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণতা ও করুণার শিক্ষা দেয়। মায়ের প্রতি দায়িত্বের ক্ষেত্রেও ইসলাম চরম সূক্ষ্মতা ও গভীরতা দেখিয়েছে। কারণ মা সন্তানকে গর্ভধারণ, প্রসব, দুধপান করানো, লালন-পালনের প্রতিটি ধাপে অকল্পনীয় কষ্ট সহ্য করেন। তাই ইসলাম তাকে দিয়েছে সম্মান, মর্যাদা এবং সন্তানের নিকট বিশেষ অধিকার।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সেবা পাওয়ার সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর তোমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়গণ যে যত নিকটবর্তী'।

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন, তুমি তোমার মায়ের সেবা কর। فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তার দু'পায়ের নীচে' (নাসাঈ হা/৩১০৪)
কুরআনে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সদ্ব্যবহারকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। যেমন—

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের ওপর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে..."
— সূরা লুকমান: ১৪
এ আয়াতে আল্লাহ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—মা সন্তানের জন্য কত ত্যাগ করেন, সে কারণে তার প্রতি ভালো আচরণ করা আল্লাহর আদেশ। হাদীসে এসেছে—মায়ের দোয়া সন্তানের জন্য খুব দ্রুত কবুল হয়। তার অভিশাপও সন্তানের বিরুদ্ধে হতে পারে। তাই মা যেন সন্তানের নিরাপত্তা ও কল্যাণের ছায়া হয়ে থাকে। ইসলামে মাকে কষ্ট দেওয়া বা তার প্রতি অভদ্র আচরণকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি রাসূল (সা.) বলেছেন—
"সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে তার মাকে পেয়ে তাকে সম্মান করলো না।"
অর্থাৎ মা জীবিত থাকা অবস্থায় তার প্রকৃত মর্যাদা না দেওয়া কঠিন গুনাহ। একটি সুস্থ, নৈতিক ও আলোকিত সমাজ গঠনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। মা-ই শিশুদের প্রথম শিক্ষক, ঘরের শান্তি, পরিবারের বন্ধন এবং সন্তানদের চরিত্র নির্মাতা। ইসলামে বলা হয়েছে—
"প্রতি সন্তানের জন্ম ফিতরাহর ওপর; তার বাবা-মাই তাকে গড়ে তোলে।"
অর্থাৎ মা হলো সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি। তাই তাকে সম্মান দেওয়া মানে সমাজ ও জাতিকে সম্মান করা।

ইসলাম মাকে দিয়েছে অপরিসীম মূল্য। তার প্রতি সদ্ব্যবহার, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়—বরং এটি আল্লাহর অন্যতম নির্দেশ। মা জীবনের আলো, সততা ও মানবিকতার প্রথম পাঠদাতা। তাই ইসলামে মাকে সন্তানের জন্য জান্নাতের দরজা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মায়ের যত্ন ও খেদমত করা একজন মুমিনের ঈমানের অঙ্গ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের শ্রেষ্ঠ পথ।

পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি

আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, رِضَى الرَّبِّ فِى رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِى سَخَطِ الْوَالِدِ ‘পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার ক্রোধে আল্লাহর ক্রোধ’।[12] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি শামে তার নিকটে এসে বলল, আমার মা, অন্য বর্ণনায় আমার পিতা বা মাতা (রাবীর সন্দেহ) আমাকে বারবার তাকীদ দিয়ে বিয়ে করালেন। এখন তিনি আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি তোমার স্ত্রীকে ছাড়তেও বলব না, রাখতেও বলব না। আমি কেবল অতটুকু বলব, যতটুকু আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظْ إِنْ شِئْتَ أَوْ ضَيِّعِ ‘পিতা হ’লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি চাইলে তা রেখে দিতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার’।[13]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা তাকে অপসন্দ করতেন। তিনি তাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তাতে অস্বীকার করি। তখন বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ’লে তিনি বলেন, أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا، فَطَلَّقْتُهَا ‘তুমি তোমার পিতার আনুগত্য কর এবং তাকে তালাক দাও। অতঃপর আমি তাকে তালাক দিলাম’।[14] ঈমানদার ও দূরদর্শী পিতার আদেশ মান্য করা ঈমানদার সন্তানের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু পুত্র ও তার স্ত্রী উভয়ে ধার্মিক ও আনুগত্যশীল হ’লে ফাসেক পিতা-মাতার নির্দেশ এক্ষেত্রে মানা যাবে না। একইভাবে সন্তান ছহীহ হাদীছপন্থী হ’লে বিদ‘আতী পিতা-মাতার ধর্মীয় নির্দেশও

মানা চলবে না। কারণ সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধান অগ্রাধিকার পাবে।

সাহাবিদের জীবন থেকে দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে ও তাঁর সাহাবিদের আচরণে পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালন সর্বোচ্চ মর্যাদা পেয়েছে। সাহাবিদের জীবন কেবল ধর্মীয় আদর্শ নয়, বরং বাস্তব জীবনে কিভাবে পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধা, আনুগত্য এবং দয়া প্রকাশ করতে হয়—তার জীবন্ত উদাহরণ।

হযরত আবু হুরাইরা (রাযি)-

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁর মা তখনও মুসলিম হননি। তিনি নবীজির কাছে মায়ের জন্য দোয়া চাইলেন। নবীজি (সা.) দোয়া করলে তাঁর মা ঈমান গ্রহণ করেন।
এরপর তিনি প্রতিরাতে মায়ের কাছে যেয়ে বলতেন:
“আচ্ছা মা, আজ রাতে কি আমি তোমার জন্য দোয়া করবো?”
তিনি প্রতিদিন মায়ের পা ধুয়ে দিতেন এবং সবসময় বলেন—
“হে আমার মা, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন যেমন তুমি আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছ।”
এটি দেখায়— সাহাবিদের কাছে পিতামাতার দোয়া ও সন্তুষ্টি ছিল জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

হযরত উমর ইবন খাত্তাব (রাযি.)—

যদিও তিনি কঠোর স্বভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন, কিন্তু মায়ের সামনে তিনি ছিলেন অতি বিনয়ী।
তিনি বলতেন—

“আমি মায়ের সামনে কখনো কঠিন ভাষায় কথা বলিনি। কারণ আমি জানি, তাঁর রাগ আল্লাহর রাগ ডেকে আনতে পারে।”
এখানে দেখা যায়—
তাকওয়া ও ভয় ছিল পিতামাতার প্রতি উত্তম আচরণের মূলভিত্তি।

হযরত ইবন উমর (রাযি.)—

হযরত ইবন উমর (রা.) ছিলেন পিতা উমর (রা.)-এর আনুগত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।
তিনি বলতেন—
“পিতামাতার প্রতি সদাচরণ শুধু তাদের জীবিত অবস্থায় নয়, মৃত্যুর পরও তাদের নামে সৎকাজ করা।”
তিনি নিয়মিতভাবে—
পিতার বন্ধুদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন
পিতার জন্য দোয়া করতেন
পিতার অপছন্দনীয় কোনো কাজ কখনো করতেন না
এটি দেখায়—
সাহাবিরা পিতামাতার ইচ্ছাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথেই সংযুক্ত দেখতেন।

হযরত ওয়াইস আল-কারনি (রহ.)—

যদিও তিনি সাহাবি ছিলেন না (তাবেঈ ছিলেন), কিন্তু সাহাবিরা তাঁর নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতেন শুধু পিতামাতার সেবার জন্য।
তিনি মায়ের বিছানা ঠিক করতেন, পানি করে দিতেন, দিনের পর দিন তাঁর পাশে থাকতেন।
নবীজি (সা.) সাহাবিদের বলেছিলেন—
“তোমরা ওয়াইসকে পেলে তার কাছে আমার উম্মতের জন্য দোয়া চাইবে।”
এ মর্যাদা তিনি পেয়েছেন শুধু মায়ের প্রতি অসামান্য সেবার কারণে।

হযরত আবু বকর (রাযি.)—

হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর পিতা আবু কুহাফার ইসলাম গ্রহণের সময় তাঁর সাদা দাড়ি দেখে কেঁদে বলেছিলেন—
“হে আল্লাহর রাসূল, যদি আপনি চাইতেন আমি তাঁকে নিজেই আপনার কাছে নিয়ে আসতাম।”
এটি পিতামাতার সম্মানে বিনয় ও দায়িত্ববোধের গভীর প্রকাশ।
সাহাবিদের জীবন ছিল পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা বুঝতেন—
পিতামাতার দোয়া সন্তানের ভাগ্য পাল্টে দিতে পারে এবং
তাদের অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি ডেকে আনতে পারে।
আজকের সমাজে যখন পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাচ্ছে, তখন সাহাবিদের জীবনের এ দৃষ্টান্তগুলো আমাদের জন্য দিশারী হতে পারে। তাদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা যদি পিতামাতার প্রতি দয়া, আদর, সম্মান ও আনুগত্য দেখাতে পারি—তবে সমাজে শান্তি ও ভালোবাসা পুনর্স্থাপিত হবে, আর আল্লাহর রহমতও লাভ করা যাবে।

দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিণতি

পিতামাতার অবাধ্য হওয়া পৃথিবীর দ্বিতীয় মহাপাপ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র আল কোরআনের অনেক জায়গাতে প্রধান মহাপাপ শিরক থেকে সতর্ক করার পাশাপাশি সাথে সাথেই পিতামাতার প্রতি ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। কোরআন ও হাদিসে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে আলোচনা করা হয়েছে। পিতামাতা হলেন সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে একজন সন্তান দুনিয়ায় আসার সুযোগ পায় এবং বেড়ে ওঠে। পিতামাতার অবাধ্যতা ইসলামে অত্যন্ত গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত, যা দুনিয়া ও আখিরাতে মারাত্মক পরিণতির কারণ হতে পারে। কুরআন ও হাদিসে এ বিষয়ে কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে।ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্যের ওপর

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুরআনে আল্লাহ বারবার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১. কুরআনে পিতামাতার অধিকার : আল্লাহ তাআলা বলেন : আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদের ধমক দিও না। বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩)।এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, পিতামাতার প্রতি খারাপ ব্যবহার করা শুধু বড় গুনাহই নয়, বরং ছোটখাটো অবজ্ঞাও ইসলামে নিষিদ্ধ। তার মানে এই যে পিতামাতার প্রতি আমরা কখনোই চোখ রাঙিয়ে ত দূরের কথা আওয়াজ উচ্চ করেও কিছু বলতে পারবো না। এই অধিকার আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দেননি। কারণ পৃথিবীতে আমাদের থেকে পিতামাতা উত্তম আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার।

২. হাদিসে পিতামাতার অধিকার : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম, ২৫৫১)। অন্য হাদিসে এসেছে : তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন দয়া করবেন না। (১) যে ব্যক্তি মাতাপিতার অবাধ্য, (২) যে ব্যক্তি নারীর বেশ ধারণ করে, এবং (৩) যে ব্যক্তি অহংকারী ও আত্মম্ভরী। (নাসাঈ, ২৫৬২)। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, পিতামাতার অবাধ্যতা দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তির কারণ হতে পারে।

পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের দুনিয়ার পরিণতি : পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের দুনিয়াতে কী কী পরিণতি হতে পারে, তা সংক্ষেপে নিচে আলোচনা করা হলো :

১. বরকতহীন জীবন : পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের জীবন থেকে আল্লাহ বরকত উঠিয়ে নেন। তারা প্রচুর সম্পদ, খ্যাতি বা ক্ষমতা পেলেও শান্তি ও সুখ খুঁজে পায় না। এমন সন্তানদের দুনিয়ার জীবনেই বিপর্যয় নেমে আসে। হ্যা, আমরা হয়ত বরকত বলতে শুধু টাকা, পয়সা, জমি-জমা, ধন সম্পদ বুঝে থাকি কিন্তু আমদের দেশেই বহু মানুষ আছে যাদের কোটি কোটি টাকা আছে কিন্তু সুখ, শান্তি নামক শব্দটা নেই। সুখ, শান্তি আর অঢেল ধনসম্পদ দুটো ভিন্ন জিনিস। আজ হয়ত আমি শিখরে ওঠে ভাবতেই পারি আমার শিখরে ওঠাতে কারো ভূমিকা নেই কিন্তু সেই

শিখর থেকে শিকরে নামাতে আল্লাহর এক সেকেন্ডও সময় লাগবে না। তাই বরকতময় জীবন লাভের অন্যতম শর্ত হলো জীবদ্দশায় পিতামাতাকে পেলে তাদেরকে উত্তম সদাচারণ উপহার দেওয়া।

২. সমাজে অসম্মান : যে সন্তান পিতামাতার সঙ্গে খারাপ আচরণ করে, সমাজও তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। সে তার আত্মীয়স্বজন ও শুভাকাক্সক্ষীদের ভালোবাসা হারিয়ে ফেলে।

৩. নিজের সন্তানদের কাছ থেকে একই আচরণ পায় : একটি সুপরিচিত কথা আছে: 'যেমন কর্ম, তেমন ফল।' যে সন্তান তার পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, ভবিষ্যতে তার সন্তানও তার সঙ্গে একই আচরণ করবে। এটি দুনিয়ার মধ্যেই আল্লাহর একটি গোপন শাস্তি।

৪. দুঃখ-কষ্টে জীবন অতিবাহিত করা : অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সন্তান পিতামাতার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, সে জীবনের নানা সংকট ও বিপদের মধ্যে পড়ে। আল্লাহ তাআলা তার জন্য এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন, যা তাকে কষ্ট ও অনুশোচনার মধ্যে ফেলে দেয়।

আখিরাতে পিতামাতার অবাধ্য সন্তানের পরিণতি : ১. জাহান্নামের কঠিন শাস্তি : রাসূল (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক বড় গুনাহ হল আল্লাহর সঙ্গে কাউকে অংশীদার করা এবং পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। (বুখারি, ২৬৫৪)। অন্য হাদিসে এসেছে, 'তিন ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ কিয়ামতের দিন করুণাদৃষ্টি দেবেন না— পিতামাতার অবাধ্য সন্তান, মদ্যপানকারী এবং অহংকারী।' (নাসাঈ, ২৫৬২)। এই হাদিসগুলো থেকে বোঝা যায়, যারা পিতামাতার অবাধ্য, তারা আখিরাতে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। ২. জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া : যে সন্তান তার পিতামাতার অবাধ্য, সে জান্নাতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : 'যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্য, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (মুসলিম, ২৫৫১)।

৩. কিয়ামতের কঠিন প্রতিদান : কিয়ামতের দিনে পিতামাতার অবাধ্য সন্তানদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে। আল্লাহ তাদের কোনো অজুহাত গ্রহণ করবেন না এবং তাদের প্রতি কোনো দয়া প্রদর্শন করবেন না। কীভাবে পিতামাতার অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা যায়?

১. পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া : তাদের সঙ্গে নম্র ও বিনয়ী আচরণ করা এবং কখনো রূঢ়ভাবে কথা না বলা।

২. তাদের প্রয়োজন পূরণ করা : পিতামাতা বৃদ্ধ হলে তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা এবং তাদের আর্থিক ও মানসিক চাহিদা পূরণ করা।

৩. তাদের জন্য দোয়া করা : পিতামাতার জন্য দোয়া করা এবং তাদের জন্য কল্যাণ কামনা করা উচিত। কুরআনে এসেছে : হে আমার রব! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন। (সূরা ইসরাঈল : ২৪)।

৪. তাদের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করা : তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু না করা এবং সবসময় তাদের খুশি রাখার চেষ্টা করা।পিতামাতার অবাধ্যতা ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহগুলোর একটি। দুনিয়াতে এটি অশান্তি, লাঞ্ছনা ও দুর্দশার কারণ হয়, আর আখিরাতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত করে। তাই একজন মুসলিমের উচিত সর্বদা পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অনুগত থাকা, তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের সবাইকে পিতামাতার হক যথাযথভাবে আদায় করার তাওফিক দান করুন।

বার্ধক্যে বিশেষ যত্ন

প্রত্যেক মানুষকেই বার্ধক্যে উপনীত হতে হবে। সন্তানের যেমন বাবা-মায়ের প্রতি হক ও অধিকার রয়েছে, তেমনি বাবা-মায়েরও সন্তানের প্রতি কিছু হক ও অধিকার রয়েছে। উভয়ের জন্য এই হক ও অধিকার আদায় করা বাধ্যতামূলক। সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হয় তারপর থেকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত সন্তানের দায়ভার সম্পূর্ণ বাবা-মায়ের ওপর। তাকে আদর-যত্ন করা, ভালোবাসা দেওয়া, সর্বোপরি তাকে সুশিক্ষা দিয়ে বড় করে গড়ে তোলা বাবা-মায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আবার একই বাবা-মা

যখন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা থেকে শুরু করে, তখন তাদের দায়িত্ব নেওয়া সন্তানের কর্তব্য। প্রত্যেককে আলাদাভাবে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে। ছোটবেলায় আমরা নিজের অবুঝ মনে অনেক ভুলভ্রান্তি, অন্যায়ও করে থাকি। মা-বাবা হাসিমুখে তা মেনে নেন। সন্তানের ভুলের জন্য মা-বাবা তাকে কখনো ত্যাগ করেন না। অনেক সময় দেখা যায়, সন্তানের কোনো ভুল বা অন্যায়ের জন্য বাবা-মা নারাজ হন। সন্তানের প্রতি তারা রাগান্বিত হন। আসলে সত্যিকার অর্থে এটি রাগ নয়, বরং অভিমান। মানুষ চাইলে যে কারো প্রতি রাগ করতে পারে। কিন্তু যে কারো প্রতি অভিমান করতে পারে না। অভিমান সবার প্রতি হয় না। অভিমান শুধু তাদের প্রতি হয় যাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সবচেয়ে বেশি থাকে। আর সন্তানের জন্য বাবা-মায়ের চেয়ে বেশি ভালোবাসা পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ রাখে না। কিন্তু সন্তান বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কেন যেন মনে হয় এই ভালোবাসা কমতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন পরিবর্তন হতে শুরু করে। যার কারণে বয়সের সঙ্গে মানুষের আচার-ব্যবহারেও পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে ৪০ বছর বয়সের পর থেকে এই আচার-ব্যবহারে পরিবর্তন বাড়তে শুরু করে। জীবনের একপর্যায়ে গিয়ে তাদের আচার-ব্যবহার পুরোপুরি পাল্টেও যেতে পারে। এমতাবস্থায় তাদের প্রতি আমাদের আচরণ ও কর্তব্য কেমন হওয়া উচিত?

ছোটবেলায় বা কৈশোরে আমরা মা-বাবার সঙ্গে যে আচরণ করি একই আচরণ বার্ধক্যে করা যায় না। সন্তান যখন ছোট থাকে কিংবা কৈশোরে পদার্পণ করে, তখনো বাবা-মায়ের আচরণ ও কর্তব্য বেশ প্রফুল্ল থাকে। তখন আমাদের ছোট-বড় ভুলগুলো নিয়ে তারা ভাবতে পারে। তাই তারা এখানে ভালোমন্দ বিচার করতে পারে। কিন্তু যখন তারা বার্ধক্যে উপনীত হন, তখন তাদের আর এ বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে খুব একটা ভালো লাগে না। তখন ভাবনার বিষয়গুলো তাদের ওপর শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রভাব ফেলে। তাই এ সময় তাদের প্রতি আমাদের আচার-ব্যবহারেও ব্যাপক পরিবর্তন আনতে হবে।

এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় : আজকের বিজ্ঞান বলে মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আচার-আচরণে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। যে বিষয়গুলো

তারা একসময় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ-আলোচনা করতেন, সেই বিষয়গুলো বার্ধক্যে শুনতেই বিরক্ত লাগে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান কমতে শুরু করে। স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে শুরু করে। ফলে অনেক সময় অনেক কথাও তারা ভুলে যায়। এমতাবস্থায় কোনোভাবে তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। ধীরে ধীরে খুব স্বাভাবিকভাবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে।

তাদের কোনো কাজ করতে বলেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে, সে ক্ষেত্রে আমাদের স্বাভাবিক থাকতে হবে। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ স্বাভাবিকভাবে কিছুটা ভীত থাকে। তাই প্রয়োজনে মুচকি হাসি দিয়ে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন কিছুই হয়নি।

তাদের পক্ষাবলম্বন করতে হবে : তাদের ভুলভ্রান্তিতে পক্ষাবলম্বন করতে হবে। তারা যত বড় ভুল বা অন্যায় করুক না কেন, অন্তত তাদের সামনে আপনাকে এমন ভান করতে হবে যেন কিছুই হয়নি। এমন আচরণ করতে হবে, যেন তারা নিজেরাই আত্মতৃপ্তি পায়। কখনো বাবা-মাকে আদেশ করা যাবে না। তাদের অনুরোধ করতে হবে। যেকোনো কাজ তাদের মাধ্যমে সম্পাদন করার জন্য তাদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করতে হবে, যেন আপনি তাদের সামনে কিছুই না। অনেকাংশে আপনি তাদের দয়ায় বেঁচে আছেন, সেই অনুভূতি যেন তাদের মনে জাগে।

তাদের রাগে রাগান্বিত হওয়া যাবে না : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। কথায় কথায় রাগান্বিত হতে দেখা যায়, কিংবা সামান্য আওয়াজেই তারা বিরক্তির সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের নিজেকে সামলাতে হবে। মনে রাখতে হবে বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবার মধ্যে এ বিষয়টি চলে আসে। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসার জন্য অকপটে নিজেকে অপরাধী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। নিজের ভুল বা নিজেকে দোষী মনে করে নিরহংকারের সঙ্গে নিজের দোষের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে হবে।

তাদের কখনো একাকিত্ব বোধ করতে দেওয়া যাবে না : বার্ধক্যে মানুষ বেশির ভাগ সময় একাকিত্বে ভুগতে থাকে। এমতাবস্থায় বাবা-মা যেন একাকিত্ব অনুভব না করে সেদিকে নজর রাখতে হবে। একাকিত্ব দূর করার জন্য তাদের এমন পরিবেশে রাখতে হবে, যেখানে মানুষের ঘনিষ্ঠতা পাওয়া যায়। এমন মানুষ যারা সব সময় তাদের প্রতি সদয় ও আন্তরিক। যেই মানুষগুলো তাদের ও তাদের ইচ্ছাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখবে। ফলে তারা মানসিকভাবে বেশ প্রফুল্ল থাকবে।

তাদের ছোট ভুলগুলো ক্ষমা করতে হবে : বয়স বাড়ার সঙ্গে মানুষের মধ্যে ভুলের প্রবণতা বাড়তে শুরু করে। এমতাবস্থায় তাদের সঙ্গে উচ্চবাক্যে কথা বলা তো দূরের কথা, তাদের প্রতি রাগান্বিত স্বরে তাকানোও যাবে না। বলা হয়ে থাকে, মানুষের অন্তরের ভাব নাকি মুখের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। তাই কখনো রাগান্বিত বা অসন্তুষ্ট চেহারা নিয়ে তাদের সামনে হাজির হওয়া যাবে না।

তাদের উপহার দেওয়া যেতে পারে : মানুষ উপহার পেতে ভালোবাসে। মাঝেমধ্যে তাদের না জানিয়ে হুট করে কিছু উপহার দেওয়া যেতে পারে। এতে তারা বেশ সন্তুষ্ট হবে। সন্তান হিসেবে বাবা-মায়ের জন্য অবশ্যই সময় নির্ধারণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে দিনের যেকোনো সময় তাদের জন্য বরাদ্দ করে রাখা যেতে পারে। ওই সময় আমাদের অবশ্যই তাদের সঙ্গে থাকতে হবে। কখনো কখনো তাদের সঙ্গী করে আমরা ঘুরতে যেতে পারি, কখনোবা ভালো কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে একসঙ্গে ডিনার বা লাঞ্চ করা যেতে পারে।

তাদের ইচ্ছা ও চাওয়াকে গুরুত্বের সঙ্গে দেখতে হবে : অভিভাবক হিসেবে বাবা-মা সব সময় সন্তানের প্রতি অধিকার ফলানোর চেষ্টা করেন। এই অধিকার তারা অবশ্যই রাখেন। এই অধিকারের প্রতি আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। বাবা-মা অনেক সময় চান আমরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী চলি। অথবা তাদের দেখানো পথেই যেন আমরা চলি। বাবা-মা সন্তানের কাছ থেকে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চান তা হলো সৎ ব্যবহার। বলা হয় আল্লাহ্ ও তার রাসুল (সা.)-এর পর কেউ যদি সবচেয়ে বেশি সম্মান ও উত্তম আচরণের দাবিদার হয়ে থাকেন, তবে তারা হলেন বাবা-মা। তাই তাদের সঙ্গে সর্বদা উত্তম আচরণ করতে হবে। এমন কথাও বলা যাবে না যা

দ্বারা তাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ আঘাত আসে। অনেক সময় তাদের বেশ কিছু আচার-আচরণ আমাদের পছন্দ হয় না। আমাদের অনেকের ইচ্ছা ও চাহিদার বিরুদ্ধে যায়। সে ক্ষেত্রে আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে। বিষয়গুলো নিয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে হবে। এমনভাবে আলাপ-আলোচনা করতে হবে যেন তারা কোনো কষ্ট না পান। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ব্যক্তিত্ব তাদের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে, যেন তাদের কাছে আমরা কিছুই না। আমরা তাদের দয়ার ভিখারি।

তাদের স্বাস্থ্যের খবরাখবর রাখা : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মিত বিভিন্ন রোগের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শরীরের রোগ-জীবাণুর প্রাদুর্ভাব বাড়তে শুরু করে। রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমতে শুরু করে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। শ্রবণশক্তি কমতে থাকে। আচার-আচরণে পরিবর্তন আসে। এ সময় উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটতে শুরু করে। এ জন্য জীবনের এই মুহূর্তগুলোতে তাদের শারীরিক খোঁজখবর রাখা খুবই জরুরি। প্রয়োজনে নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

সমকালীন প্রেক্ষাপট

আজকের যুগে প্রযুক্তি, কর্মব্যস্ততা ও ভোগবাদের চাপে পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ছে। অনেক সন্তান পিতা-মাতাকে অবহেলা করছে, বৃদ্ধাবস্থায় তাদের নিঃসঙ্গ রেখে দিচ্ছে। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে এটি এক ভয়াবহ অপরাধ। আমাদের সমাজে পিতা-মাতার মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা মানে মানবিকতা ও নৈতিকতার পুনর্জাগরণ।

আরিফ আজাদ তাঁর গ্রন্থ “মা, মা, মা এবং বাবা”-তে লিখেছেন,

“পিতা-মাতার ভালোবাসা এমন এক ছায়া, যা চলে গেলে জীবনের সব রোদ পুড়িয়ে দেয়। তাদের যত্ন নেওয়া মানে নিজের জান্নাতের দরজা আগলে রাখা।”

দুনিয়ার সব মানুষের বিকল্প কল্পনা করা সম্ভব হলেও মা-বাবার বিকল্প নেই। মা-বাবা উভয়ই সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইসলামে মা-বাবার অধিকার ও মর্যাদা

কতটুকু তা বোঝানোর জন্য আল্লাহ বলেন, তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুকে শরিক কর না। আর বাবা-মার সঙ্গে উত্তম আচরণ কর। (সূরা নিসা- আয়াত : ৩৬)। আল্লাহ আরও বলেন, আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং বাবা-মার সঙ্গে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সঙ্গে সম্মানজনক কথা বল। আর তাদের উভয়ের জন্য দয়াপরবশ হয়ে বিনয়ের ডানা নত করে দাও এবং বল, 'হে আমার রব, তাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে লালন-পালন করেছেন।' (সূরা বনি ইসরাইল-আয়াত : ২৩,২৪)।
বর্তমানে আমাদের সমাজে নৈতিক অবক্ষয় এমন ধ্বংসাত্মক রূপ নিয়েছে। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাসহ এমন কোনো খাত নেই যেখানে নৈতিকতার লেশমাত্র অবশিষ্ট আছে। সাম্প্রতিক সময়ে মা-বাবার প্রতি সন্তানদের নিষ্ঠুর আচরণ বেড়ে গেছে। কী সচ্ছল, কী গরিব- সব ধরনের পরিবারে বেশির ভাগ বয়স্ক বাবা-মা এখন অবহেলার পাত্র, বঞ্চনার শিকার। অথচ তারা তাদের যৌবনে সন্তানকে মানসিক ও বৈষয়িকভাবে সক্ষম করে তুলতে কী না করেন! সেই তারা বার্ধক্যে পরিবারের কাছে হয়ে পড়ছেন মূল্যহীন। সমাজবিজ্ঞানীরা এর তত্ত্বীয় ব্যাখ্যা দিতে পারবেন নিশ্চয়। আমরা যারা সাধারণ মানুষ; যাদের কাঠামোগত জ্ঞান নেই; তাদের কাছে বিষয়টি পীড়াদায়ক। ইদানীং মা-বাবার সাথে ঘটে যাওয়া নিষ্ঠুর আচরণের দৃষ্টান্ত দেয়া যাবে ভূরি ভূরি।

উপসংহার

দুনিয়াতে বাবা-মা দুজনই প্রতিটি ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সন্তানের জন্য বাবা-মা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। দুনিয়া দেখার একমাত্র উপলক্ষও তারা। সন্তানের স্বাস্থ্য ও সুস্থতার সার্বিক বিষয়ে নিবেদিত প্রাণ ও যত্নশীল মা-বাবা। তারা সন্তানের জন্য এতটাই নিঃস্বার্থ যে সবকিছুর ওপর কোনো কাজেই এ কারণেই ইসলাম বাবা-মার সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান নিশ্চিত করেছে। পরিবারেও বাবা-মার মর্যাদা ও সম্মান সবার ওপর। আল্লাহ তাআলা সুরা বনি ইসরাইলে ঘোষণা করেন-

‘তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা তিনি (আল্লাহ) ছাড়া কারো উপাসনা করো না এবং বাবা-মার প্রতি উত্তম আচরণ করো। তাদের একজন কিংবা উভয় যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের উফ্ বলো না এবং তাদের ভর্ৎসনা করো না বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক নম্র ভাষায় কথা বলো। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকো। আর বলো- ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।’ (সুরা বনি ইসরাইল : আয়াত ২৩-২৪)।

বামা-মার সঙ্গে সময় ব্যয় করুন। বাবা-মাকে সময় দিন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা কর্ম ব্যস্ততা যত বেশিই হোক না কেন, এ ব্যস্ততার মাঝেই বাবা-মাকে সময় দিন। বাবা-মার সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তাদের খুশি রাখতে পর্যাপ্ত সময় দিন। বাবা-মা যখন বার্ধক্যে পৌঁছবে, তখন তাদের প্রতি ধৈর্যশীল আচরণ করা। কারণ সন্তান যখন শিশু ছিল, তখন যা দেখত তা সম্পর্কেই বাবা-মাকে জিজ্ঞাসা করতো। সে সময় বাবা-মা সন্তানের জিজ্ঞাসায় বিরক্ত না হয়ে ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দেয়ার চেষ্টা করতো। কিশোর বয়সে সন্তান যখন কোনো বিষয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো তখনও বাবা-মা সন্তানের ক্ষিপ্ততায় রেগে না গিয়ে ধৈর্য ধারণ করতো। সুতরাং সন্তানের উচিত বাবা-মা বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদের সঙ্গে ধৈর্যধারণ করা। এটি সন্তানের কাছে বাবা-মার প্রাপ্য। মা বাবার জন্য মন খুলে দোয়া করতে পারাটা অনেক আনন্দের। আমরা সবসময় মা বাবার জন্য বেশি বেশি করে দোয়া করবো।

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সাগিরা।’

অর্থ : ‘হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া কর, যেভাবে শৈশবে তারা আমাকে প্রতিপালন করেছে।’